সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

১২ জুলাই ২০২৩

সুজন-এর বিবৃতি

জবি শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরাকে অনতিবিলম্বে জামিন দেওয়ার আহ্বান

আমরা গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে লক্ষ করছি যে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরার বিরুদ্ধে করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের দুই মামলার জামিন শুনানি চার মাসের জন্য মুলতবি করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে গ্রেপ্তারের পর থেকে খাদিজার জামিনের আবেদন আদালত কর্তৃক বারবার খারিজ হচ্ছে। আমাদের মতে, কেবল সরকারবিরোধী প্রচারণা ও কটূক্তির অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীকে মাসের পর মাস জামিন না দিয়ে কারাগারে আটকে রাখা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি চরম আমানবিক এবং আইন ও নীতি বিরুদ্ধ, যা নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব ও বিচারবিভাগের স্বাধীনতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করছে। আমরা নাগরিক সংগঠন সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিকের পক্ষ থেকে খাদিজাতুল কুবরাকে অনতিবিলম্বে জামিন দেওয়াসহ তার বিরুদ্ধে করা মামলাগুলো প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। একইসঙ্গে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ নানা রকমের নিবর্তনমূলক আইনগুলো বাতিলেরও জোর দাবি জানাচ্ছি।

আমরা মনে করি, ডিজিটাল মাধ্যমে অপরাধ রোধের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করা হলেও প্রথম থেকেই এর অপব্যবহার হচ্ছে। আইনমন্ত্রী নিজেও আইনটির অপব্যবহার যে হচ্ছে, তা স্বীকার করেছেন। বস্তুত, জামিন কোনো দয়া-মায়ার বিষয় না, বরং অধিকারের বিষয়। এভাবে জামিন না দিয়ে খাদিজার মতো একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন রাষ্ট্র কোনোভাবেই ধ্বংস করে দিতে পারে না। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী মাসের পর মাস বন্দী থাকবেন আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ নিয়ে নিশ্চুপ থাকবেন, এটিও চলতে পারে না। আমরা খাদিজার মুক্তির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের চুপ থাকারও তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

নাগরিকের বাক-স্বাধীনতা হরণের লক্ষ্যেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ নানা রকমের নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে বলে মনে করে সুজন। ২০১৮ সালে নির্বাচনের মুখে আইনটি তৈরির সময় থেকেই এ আইনের জামিন অযোগ্য ১৪টি ধারা নিয়ে নাগরিক সমাজ থেকে শুরু করে সাংবাদিক সমাজসহ বিভিন্ন মহলে আলোচনা ও প্রতিবাদ হয়েছিল ও হচ্ছে। বিশিষ্টজনদের মতে এ আইনের পরিধি এতটাই ব্যাপক যে যেকোনো ব্যক্তি যে কারও বিরুদ্ধে এ আইনে অভিযোগ করতে পারেন এবং সে কারণে কারাভোগ, এমনকি দোষী বলে সাব্যস্ত হতে পারেন। এই আইনের আওতায় এর আগেও দেশের অনেক মানুষ গ্রেপ্তার, কারারুদ্ধ ও নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এমনকি কারো কারো মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে, যা মানুষের বাক-স্বাধীনতা থেকে নাগরিক অধিকারসহ মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সব প্রকার মানবাধিকারের চালিকা শক্তি। তাই মানুষকে মুক্ত স্বাধীন মতপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। কেননা এভাবে মামলা দিয়ে জেলে নিয়ে মানুষের কণ্ঠ রোধ করা যায় না। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনের রেখে এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আমাদের আশঙ্কা।

এম. হাফিজউদ্দিন খান
সভাপতি, সুজন।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
সম্পাদক, সুজন।

কেন্দ্রীয় সচিবালয়: হেরালডিক হাইট্স, ২/২ (লেভেল-৪), মিরপুর রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭